Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-III, published on July 2023, Page No. 331 – 337
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

কুড়মি জনগোষ্ঠীর অন্যতম কৃষি-সংস্কৃতি রহইন

সন্তোষ মাহাত
SACT, ইতিহাস বিভাগ
কোটশিলা মহাবিদ্যালয়, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ
ইমেইল : santoshmahato553@gmail.com

Keyword
বীজপুনহ্যা, ডা, নেগাচার, জনগোষ্ঠী, বেড়া, আখড়া, কুড়মি, কেতকি।

Abstract
আমার গবেষণা প্রবন্ধের শিরোনাম রাখা হয়েছে কুড়মি জনগোষ্ঠীর অন্যতম কৃষিসংস্কৃতি রহইন। আমার গবেষণা প্রবন্ধের প্রথমেই রহইন উৎসব সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে। তারপরে কোন সময় রহইন সংস্কৃতি পালিত হয় তা আলোচনা করা হবে। কারা এই উৎসব পালন করে তাও আলোচনা করা হবে। আবার কোন কোন জায়গায় এই সংস্কৃতি পালন করা হয় সেগুলোও তুলে ধরা হবে। রহইন সংস্কৃতি নামকরণ কী কারণে হয়েছে সে বিষয়গুলি আলোচনা সাপেক্ষে তুলে ধরা হবে। এই রহইন সংস্কৃতির সাথে কুড়মি জনগোষ্ঠীর মানুষজন যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সেবিষয়েও আলোচনা করা হবে। আবার ধারবাহিকভাবে বাড়ির মহিলারা যে এই সংস্কৃতি পালন করার ক্ষেত্রে কী ভূমিকা পালন করে আসছে সেগুলোও তুলে ধরা হবে। অর্থাৎ ঘর দুয়ার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থেকে শুরু করে রহইন মাটি আনা পর্যন্ত। আবার সকালে পুরুষেরা যে বীজপুনহ্যা করে সে বিষয়গুলিও তুলে ধরা হবে। এই সংস্কৃতি পালন করার যে নেগাচার বা রীতিনীতি রয়েছে তাও আলোচনা করা হবে। আবার নেগাচার বা রীতিনীতি পালন করলে কী ফল পাওয়া যায় সেবিষয়েও আলোচনা করা হবে। রহইন সংস্কৃতির সাথে জড়িত ডা ও কেতকি কী? সে বিষয়ের প্রতিও আলোকপাত করা হবে। আবার রহইন পরবের বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য আলোচনা করা হবে। আশাকরি আমার গবেষণা প্রবন্ধটি পাঠকমহলের কাছে একটি মৌলিক গবেষণা হিসাবে সুবিবেচিত হবে।

Discussion
আমার গবেষণার আলোচনার বিষয়বস্তু কুড়মি জনগোষ্ঠীর অন্যতম কৃষিসংস্কৃতির রহইন। এই সংস্কৃতি সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। তবে একটি কথা অবশ্যই বলা প্রয়োজন যে, এই সংস্কৃতিকে বিভিন্ন নামে উল্লেখ করা হয় যেমন রহইন, রহিন, রোহিন, ইত্যাদি। তবে যে নামেই উল্লেখ করা হোক না কেন, এর অর্থ একটাই অর্থাৎ একই সংস্কৃতিকেই বোঝায়। ধারাবাহিক ভাবে রহইন সংস্কৃতি কোন সময় হয়, কোন এলাকায় পালিত হয়, কারা উৎসব পালন

করে, নামকরণ, সকালে মহিলাদের ভূমিকা কী, রহইন মাটি আনা, নেগাচার বা রীতিনীতি পালন ও তার ফলাফল, আম ডা ও কেতকী বতর ও বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

রহইন পরব প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ মাসের তেরো তারিখে হয়। এটি শস্য উৎসব হিসেবে পালিত হয়। মেয়েরা ভালো ফসলের জন্য ক্ষেত থেকে মাটি নিয়ে আসে। এই মাটি বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। এই দিন থেকে গুণীজনের কাছ থেকে বিদ্যা শেখার কাজ শুরু হয়ে যায়। যাতে পোকামাকড়, সাপ ইত্যাদি ঘরে প্রবেশ করতে না পারে তারজন্য বিভিন্ন রীতিনীতি পালন করা হয়। সূর্যোদয়ের আগে বাড়ির দেয়ালে 'গোবরের বেড়াবা দাগ' দেওয়া হয়। ফসলের জন্য ক্ষেতে বীজ বপন করা হয়। রাতভর গান গেয়ে বীজ জাগানো হয়। এই অনুষ্ঠান গ্রামের আখড়ায় বা স্থানে সম্মিলিতভাবে উদযাপন করা হয়। কুড়মি জনজাতির এটি একটি সামগ্রিক উৎসব। গ্রামের মাহাতো, দেওয়ান ও নাইয়া অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।[১] এই উৎসব কুড়মালি সংস্কৃতির মানুষ একই দিনে নিজ নিজ ঘরে ও আলাদা আলাদা ক্ষেতে উদযাপন করে। এটি এমন একটি উৎসব যা কুড়মালি সংস্কৃতিতে বিশ্বাসীদের দ্বারা প্রতিটি ঘরে পালিত হয়।[২] প্রতিবছর বাংলা সনের তেরো জ্যৈষ্ঠ আনন্দে মেতে ওঠে সাবেক মানভূমের 'হড়-মিতান' (বন্ধু) জনগোষ্ঠীর কৃষিজীবী মানুষজন।[৩] রহইনের ব্যাপ্তি সাতদিন- জ্যৈষ্ঠ মাসের তেরো তারিখে অনুষ্ঠিত হয় ঝাড়খন্ডের কৃষি উৎসব।[৪]

বেশির ভাগ গাছ এবং দানাশস্য ছোটনাগপুরের বিভিন্ন ধরনের পরবের পালা পার্বনে এবং বিভিন্ন সামাজিক নেগ -নেগাচারে/ রীতিনীতিতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে এক লতা জাতীয় গাছ হলো রহিন/ রহইন/আষাঢ়ি/গাছ। প্রাচীন কাল থেকে চলে আসা ছোটনাগপুরের মূল ভূমিপুত্র আদিবাসী কুড়মি সমেত অনান্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পরব। এখানকার সমস্ত পরবেই প্রকৃতি কেন্দ্রিক এবং সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক তাই তারা প্রকৃতির উপাসক কুড়মি জনগোষ্ঠীর বারো মাসে তেরো পরবের মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ পরব হলো 'রহইন' পরব। এই পরবেই 'আষাঢ়ি' ফলের গুরুত্ব বেশি।কুড়মালি 'রহন' থেকেই 'রহইন' শব্দটি এসেছে যার আক্ষরিক অর্থ হল 'সুরক্ষা'। সুরক্ষা বলতে শুধুমাত্র বীজ ধান সুরক্ষার কথা নয় সাথে সাথে সামাজিক সুরক্ষা, শারীরিক সুরক্ষার কথা বলা হয়েছে। বিশেষ করে এই গ্রীষ্ম কালটা বিভিন্ন ধরনের রোগ জীবাণু বাহকের পরিবেশ। তাই এই জীবাণু ঘটিত রোগ থেকে রক্ষা পেতে বিভিন্ন ধরনের পরবের মাধ্যমে যার মধ্যে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে যা পালন করে রোগ জীবাণু থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করে থাকে। বিশেষ করে জীবাণু বহন করে গ্রীষ্ম কালে, তাই এর গুরুত্ব হয়ে থাকে 'চৈত পরব থেকে রহইন' পর্যন্ত। তাই এই সময় দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় অবশ্যই তেঁতো জাতীয় খাদ্য আবশ্যিক থাকে। যেমন নিমের তরকারি ও ঘিমা সাগ।

কুড়মালি মতে বর্ষ গণনা শুরু হয় ১লা মাঘ মাস থেকে অর্থাৎ 'আখাইন' জাতরা থেকে। এই দিন 'হার পুইনহা' (হালপুনহ্যা) করা হয়, অর্থাৎ মাটিতে কৃষি কাজের জন্য প্রথম আড়াই পাক ঘুরিয়ে হাল কর্ষন করে উদঘাটন করা হয়। প্রাচীন কালে এই দিন থেকে চাঁদের গণনা অনুযায়ী আগাম বর্ষা আসার একটা সময় নির্ধারণ করা হয় ঠিক জ্যৈষ্ঠ মাসের তেরো দিনকে এবং এই দিন থেকে বর্ষারম্ভের দিন হিসেবে ধরা হয়। তার জন্য জ্যৈষ্ঠ মাসের তেরো দিনকে এক বিশেষ দিন হিসেবে কুড়মি তথা আদিম জনজাতি কৃষিকেন্দ্রিক 'রহইন' পরব পালন করে থাকে। এই শুভ দিনক্ষণ থেকে কৃষি কাজের বীজ বপন করে সূচনা করা হয়। এই দিনটিকে কুড়মালিতে 'বিজ পুইনহা' (বীজপুনহ্যা) বলা হয়ে থাকে। কুড়মালিতে 'পুইনহা' শব্দের অর্থ হলো কোন কাজের প্রাথমিক উদঘাটন। আখাইন জাতরার অর্থাৎ ১লা মাঘের পর থেকেই একটু একটু করে চাষযোগ্য জমিকে প্রাকৃতিক ভাবে ফলনশীল করে তোলে। ক্ষেতে বীজ ধান বপনের ঠিক আগে গোবর সার দেওয়া হয় এবং যেখানে বীজ বপনের জন্য নির্দিষ্ট করা হয় সেখানে গোবর সার দিয়ে ভালো ফলনের জন্য উপযুক্ত মাটি তৈরি করা হয় তাকে কুড়মালিতে 'বিহিন গাঢ়ি' বলা হয়। কুড়মালিতে 'বিহিন' শব্দের অর্থ হলো যার থেকে প্রানের জন্ম হয় অর্থাৎ এখানে ধানের বীজকেই নির্ধারিত করা হয়েছে কেননা ধানের বীজ থেকেই চারা তৈরি হবে, অতএব ধান থেকেই চারা তৈরি হয়ে প্রানের স্পন্দন হবে। এই বিহিন গাঢ়িতেই প্রথম ধানের চারা তৈরি করা হয় অর্থাৎ চারাকে কুড়মালিতে 'আফর' বলা হয়। আফর যেখানে তৈরি করা হয় সেটাই হল বিহিন গাঢ়ি। আর এই আফর তুলে নিয়ে পুনরায় রোপণ করা হয়।

রহইন মাটি ঘরের তিন কোনে দেওয়া হয়ে থাকে এবং যে ধান বীজ গুলো বপনের এর জন্য সূরক্ষিত করে রাখা হয় ও বপনের সূচনার জন্য ক্ষেতে নিয়ে যাওয়া হয় তাতেও সেই 'রইহন' মাটি দেওয়া হয়। যাতে করে কোনো সংক্রামক না হয়ে থাকে, ফলে সেই ধান বীজ সুরক্ষিত থাকে এবং ফলনশীল হয়। বছরের বিশেষ করে এই সময় থেকেই বিষাক্ত পোকামাকড়, সাপ ইত্যাদির প্রকোপ দেখা দেয়। তাই এদেরকে প্রতিরোধ করার জন্য বিশেষ এই দিনক্ষণে বিভিন্ন প্রতিরোধকারী নিয়ম নীতি গোবর লেপন, রহইন মাটশা আষাঢ়ি ফল খাওয়া ইত্যাদি পালন করা হয়ে থাকে। 'আষাঢ়ি' ফল বিশেষ করে টীকা (Vaccine) হিসেবে বিভিন্ন সংক্রামক রোগের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় এবং বিষাক্ত কীটপতঙ্গ, পোকামাকড় কেটে যাওয়া,পা ফোলা, ফড়া (ফোঁড়া), চর্মরোগ ইত্যাদি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, বিশেষ কোনো ক্ষতি হয় না। এই গাছের পাতা, ফল, ফুল, থেকে ডাইরিয়া, বমিভাব, খিদে পাওয়া এবং বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। গরুর 'খুড়ইআ' (Foot disease) হলে ছাল ব্যবহার করা হয়। এক সময় কোলেরা রোগের চিকিৎসা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল।

তাই ছোটনাগপুরের প্রতিটি আদিবাসী পরিবার বিশেষ এই শুভ দিনক্ষণে খাপইর পিঠা (আসকা পিঠা), কচড়া লাঠা খেয়ে ও মাংস খেয়ে আনন্দ ফুর্তিতে থেকে কৃষি কর্মে নামার আগে নিজকে সুস্থ, সবল, সুরক্ষিত ও তরতাজা করে নেই।[৫]

অন্য মতে, রহন শব্দ থেকে রহিন শব্দটির সৃষ্টি। কুড়মালি ভাষার রহন শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হল গর্ভ সঞ্চার। যেহেতু বীজের গর্ভসঞ্চার ঘটেছে তাই তাকে পঞ্চভূতের সংস্পর্শে রাখা প্রয়োজন। পঞ্চভূতের সংস্পর্শে রাখার উদ্দেশ্যে রহিন দিন কুড়মি জাতির মানুষজনবীজ বুনা কর্মের সূচনা করে থাকে।[৬]

উৎসব বা পরব পালন :

কুড়মালি কৃষিসংস্কৃতির মানুষের কাছে জ্যৈষ্ঠ মাসের তেরো দিন বড় গুরুত্বপূর্ণ দিন, অতীব পবিত্র দিন। ঐদিন রহইন পরব। জ্যৈষ্ঠ মাসের বার দিনে বারনি আর তেরো দিনে রহইন। বারনির দিন বার বা প্রস্তুতির দিন। ঐদিন রহইন দিনের দরকারী জিনিসপত্রসব জোগাড় করে রাখা হয়। রহইন দিন ভোরবেলা মা-বউয়েরা বসতবাড়ীর বাইরের চারদিকে দেওয়ালে গোবর দিয়ে দাগ বা দন্ডি এঁকে দেয়। বিশ্বাস দন্ডির দাগ পেরিয়ে পরিবারের ক্ষতিকারক কোনো কিছুই বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে না। সারাবছর নির্বিঘ্নে বসবাস করতে পারবে। নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত মনে পরিবার পরিজন সুখে থাকবে। কোনোরূপ অন্যথা হবে না। রহইন দিনে সকাল থেকে মা-বোনেরা আনন্দিত মনে ঘর-দুয়ার, উঠান-আঙিনা, পরিষ্কার-পরিছন্ন করে গোবর গোলা জল দিয়ে নিকিয়ে লেপে বাড়ীর পরিবেশ বিশুদ্ধ ও পবিত্র করে দেয়। এমনিতেই আঙিনা উঠানে গোবর দিলেই একটা উৎসব উৎসব মনে হয়। বাড়ীতে সংগ্রহ করে রাখা রহইন ফল সকলে ভাগ করে খায়। বিশ্বাস রহইন ফল খেলে বিষাক্ত কীট, সাপে কাটলে বা দংশন করলে তাদের বিষ কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। ঐদিন "বীজপুনহ্যা" করার দিন।[৭]

রহইন দিনটি হল চাষীর কাছে অর্থাৎ কৃষকের কাছে বীজপুণহ্যার দিন। কেউকেউ এটাকে ধানপুনহ্যাও বলে থাকে। রহইন দিনটি কৃষকেরা এমন শুভদিন মনে করে এই দিন বীজপুণহ্যা করে রাখা মানে এই দিনকে শুভদিন ধরে বীজ ধান প্রথম রোপন করলে বীজ ধানযেখানে ফেলা হয় অর্থাৎ বীজতলায় চারা গাছগুলো নীরোগ হয়। বীজপুনহ্যা করার নিয়ম হল প্রধানত সেদিন ঘর- দুয়ার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার পর ঘরের একজন পুরুষ মানুষ নখ কাটার পর নতুন পোশাক পরিধান করে বীজ ধান নিয়ে বাড়ী থেকেবের হয়। এই কাজটি সাধারণত উপবাস থেকে করতে হয়। ঘর ভিতরে বাড়ীর বউ বীজ ধান সাজিয়ে দেয় টুঁকিতে বা বাঁশের তৈরী ঝুড়ি তে কাঁসার ডুভা বা থালার মধ্যে আর একটা নতুন পোশাক ভিজিয়ে যথা যেমন গামছার আবরণ দিয়ে বাইরে বের হয় আর যেখানে বীজধান ফেলবে সেখানে প্রথম অর্থাৎ ওই স্থানটি (বীজতলা) আগে থেকেই কর্ষণ করা থাকে। বীজতলার একদিকে বসে পূর্বদিকে মুখ করে বসে ধরিত্রী মাকে স্মরণ করে তিন থেকে পাঁচ মুঠি বীজ ধান রেখে তার ও পরে মাটি চাপা দেয়। আর ভক্তিভরে প্রণাম করে।[৮]

কৃষক স্নান করে নিজে নতুন পোশাক পরিধান করে পরিশুদ্ধ হয়ে প্রথমে একটি গুঁড়ি গাবানো ডুভা (কাঁসার তৈরী বড় বাটি) নিয়ে তার ভিতরে কিছু বীজ ধান রেখে বাটিটি নতুন কাপড়ে ঢেকে ভুতপীঢ়ার (পূর্ব পুরুষের ভিটের কাছে অবস্থিত স্থান বা থান) কাছে আলপনা দেওয়া স্থানে রাখেন। বাটি গায়ে তিনটি সিঁদুরের দাগ কাটেন। পূর্বপুরুষ ও দেব-দেবীর স্মরণ নিয়ে হাঁটু গেড়ে প্রণাম করে। ঐ বাটিটি মাথায় তুলে নেন। হাতে ফাল অথবা লোহার টুকরো নিয়ে আঁক(মুখ্যস্থান/দাগ দেওয়া) দুয়ার দিয়ে যেখানে বীজতলা তৈরী করা আছে তার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথে কারো সাথে কথা বলা চলে না। নীরবে এক মনে চলতে থাকেন। বীজতলায় পৌঁছে আড়াই মুঠি বা তিন বা পাঁচ মুঠি ধান ফেলে মাটি চাপা দিয়ে যে ভাবে গিয়েছিলেন সেই ভাবে বাড়িতে ফিরে আসেন। ঐদিন থেকে বীজতলায় চারাও ফেলা হয়। তেরো জ্যৈষ্ঠ থেকে উনিশে জ্যৈষ্ঠ রহইন। কুড়ি জ্যৈষ্ঠ একবেলা চাষীর মাগন (শুভ কাজের নিমিত্তে দান গ্রহন) অনুসারে রহইন বতর (ভালোসময়/সুযোগ)। কথা আছে কপাল টলে যে রহইন টলে না। অর্থাৎ চারা ভালো হয়। নিরোগ ও পুষ্ট চারা হয়। ঐ চারার ধানে কখনো রোগ পোকা আক্রম ন করে না।[৯]

রহইন দিনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ বাড়ীতে মাটি আনা। প্রতিটি পরিবার থেকে একজন গৃহবধূ বা কোনো একজন মহিলা মাথায় করে রহইন মাটি নিয়ে আসে। স্নান করে নিজে নতুন পোশাক পরিধান করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড়ে ঢেকেএকটি টুঁকি অথবা বাঁশের ঝুড়িতে করে মাটি নিয়ে আসে। টুঁকি অথবা বাঁশের ঝুড়িতে একটি ছোট লোহার টুকরো দিয়ে দেয়। যাতে করে কোনো অশুভ দৃষ্টিনা লাগে। মাথায় তুলে মাটি আনবার সময় কোনো কথা বলা চলবে না। এমনকি দাঁত বার করেও হাঁসাও চলবে না। ছেলের দল হাঁসাবার জন্য নানা রূপ সাজসজ্জা করে, বিভিন্ন কায়দায় অঙ্গভঙ্গি করে নৃত্য করে। যদি হাঁসাতে কিংবা কথা বলাতে পারে তা হলে মাথার মাটি ফেলে আবার মাটি সংগ্রহ করেনিয়ে আসতে হবে। কুড়মালি কৃষি মানুষের কাছে মাটি অতীব পবিত্র ও অমূল্য জিনিস। মা ও মাটি সমান গুরুত্ব পায়। জনমে-মরনে মাটি। মাটি ছাড়া গতি নাই। অনায়াসেই তারা মাটির জন্য জীবনপাত করতেও সর্বদাই প্রস্তুত থাকেন। মায়েরা/মেয়েরা মাঠ থেকে যে রহইন মাটি নিয়ে আসে তা অতীব পবিত্র। ঐ মাটি প্রথমে ভুতপিঢ়া (পূর্ব পুরুষের ভিটের কাছে অবস্থিত স্থান বা থান) কাছে রাখা হয় তারপর ঘরের প্রতিটি চৌকাঠে, প্রতিটি ঘরের কোণার চালে রহইন মাটি রেখে দেওয়া হয়। খামারে এবং যে যে স্থানে শস্য সংগ্রহ করা থাকে প্রতিটিতেই রহইন মাটি দিয়ে দেওয়া হয়। এই মাটির শক্তি অনেক। বিষনাশ করে, উর্বরতা শক্তি বাড়ায়। নানান অসুখ-বিসুখের কাজে, শুভ কাজে রহইন মাটি ব্যবহার করা হয়। সন্ধ্যার সময় মাংস ও অন্যান্য পিঠে করা হয়। বন্ধুবান্ধবদের ডেকে খাওয়ানোর চল আছে।[১০]

নেগাচারপালন/রীতিনীতি পালন :

কুড়মালি নেগাচারে রহইন দিনটি অতীব পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ দিন ধরণ (জ্যৈষ্ঠ) মাসের তেরো দিনে রহইন। বারো দিনে বারনি অর্থাৎ প্রস্তুতির দিন। রহইন দিনের মূল কাজ বীজপুনহ্যা করা, রহইন মাটি সংগ্রহ করা এবং শুরুর কাছে চিকিৎসা বিদ্যা গ্রহণের জন্য দীক্ষা গ্রহণ।

১. ভোরে বাসি (খালি পেটে) মুখে বাড়ীর চারিপাশে গোবর লাতা দিয়ে পাঁচিলে বেড়া বা দাগ আঁকা।
২. গোবর জল দিয়ে আঙ্গিনা-উঠান নিকানো।
৩. বাড়ির আঙিনার কাছে ভুতপিঢ়া (পূর্ব পুরুষের ভিটের কাছে অবস্থিত স্থান বা থান) আঁক (মুখ্য স্থান বা দাগ দেওয়া) দুয়ারে আলপনা দেওয়া।
৪. বীজপুনহ্যা করা।
৫. রহইন মাটি ক্ষেত থেকে এনে ঘরের বিভিন্ন স্থানে এবং ভুতপিঢ়ার (পূর্ব পুরুষের ভিটের কাছে অবস্থিত স্থান বা থান) কাছে রাখে।
৬. রহইন ফল ভক্ষণ করা।
৭. পিঠে তৈরী করে খাওয়া।[১১]

লোক বিশ্বাস রহইন দিনের মাটি অতীব পবিত্র ও বিষনাশক শক্তিসম্পন্ন। রহইন দিনেই বিষাক্ত সর্পকূল ঘুম থেকে উঠে গর্ত থেকে বাইরে বার হয়ে আসে। রহইন ফল খেলে বিষক্রিয়ার প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করে। বীজপুনহ্যার সময় এবং রহইন মাটি আনার সময় কোন লোহার টুকরো সাথে রাখতে হয়। যাতে কোন কু-নজর না পড়ে। পুরুষ মানুষ বীজপুনহ্যা এবং নারী রহইন মাটি সংগ্রহের কাজ করেন। স্নান করে শুদ্ধ চিত্তে পবিত্র মনে বীজপুনহ্যা এবং রহইন মাটি আনার কাজকরতে হয়। কথা বলা কিম্বা হাসা কোন প্রকারেই চলবে না। মাটি আনার সময় এইরূপ ঘটনা ঘটলে মাথার মাটি ফেলে দিয়ে আবার স্নান করে মাটি নিতে হয়। আঁক (মুখ্য স্থান বা দাগ দেওয়া) দুয়ারের চৌকাঠে, ভুতপিঢ়ার (পূর্ব পুরুষের ভিটের কাছে অবস্থিত স্থান বা থান) মাথায়, ঘরের কোনায় কোনায় রহইন মাটি রেখে দিতে হয়।ছেলের দল বিভিন্ন সাজসজ্জায় সেজে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করে রহইন মাটি সংগ্রহকারিনী মহিলাদের হাসানোর চেষ্টা করে। সাবধান থাকতে হয়। বীজ পুনহ্যার জন্য কাঁসার বড় আকারের বাটী/ভুভা এবং রহইন মাটি আনার জন্য নূতন বাঁশের ঝুড়ি কিম্বা ঢুঁকি নিতে হয়। বাটি/ডুভায় এবং ঢুঁকি/বাঁশের ঝুড়িতে তিনটি সিঁদুরের দাগ এঁকে নিতে হয়। রহইনের স্থায়িত্ব সাত দিন। রহইন রতরে বীজ ফেললে সেই বীজতলার ধানে কোন রোগ বা রোগ পোকা ধরে না। চারা সতেজ ও চারা বেশী উৎপাদনশীল হয়ে থাকে। ঘরের পাঁচিলে আঁকা গোবরের বেড়া পার হয়ে কোন বিষধর সাপ কিংবা কীট-পতঙ্গ প্রবেশ করবে না। রহইন দিনে গুরুর কাছে বিদ্যা শিক্ষা আরম্ভ করলে ভাল মত বিদ্যা শিক্ষা হবে এবং ভাল ফল পাওয়া যাবে। কুড়ি জ্যৈষ্ঠর দিন প্রকৃতি মাঞের কাছে এক বেলা রহইন বতর মাগন দিন। ঐ সময় পর্যন্ত ধান বীজ বীজতলায় ফেলা যায় (আফরগাড়াই)। রাত্রিতে জাঁত মঙ্গল ও মনসা মঙ্গল গাওয়া হয়।[১২]

ডাওকেতকী :

'ধরন' (জ্যৈষ্ঠ) মাসের তেরো তারিখ থেকে ঊনিশ তারিখ পর্যন্ত রহইন এবং তারপর সাতদিন অর্থাৎ ছাব্বিশ তারিখ পর্যন্ত 'ডা'। কুড়মালি নেগাচার অনুসারে এই সময় চাষীর বীজতলায় বীজ ফেলা বন্ধ। এই সময় বীজ ফেললে সেই চারা হবে রুগ্ন ও রোগগ্রস্ত। এই সময় খড়ের ঘর ছাওয়া নিষেধ। ডাহের সময় ঘর ছাওয়ার কাজ করলে সর্বনাশ দোষ লাগে অর্থাৎ বিপদ আপদ ও দুর্ঘটনা ঘটে। ঘরে উইপোকার উপদ্রব বাড়ে। ডাহেরসময় সেই কারনেই চাষী গোবর চালা ও অন্যান্য চাষের প্রস্তুতির কাজগুলি করে নেন।[১৩] রহইন পরবের স্থায়িত্ব সাতদিন। সাতদিন পরের সাতদিন ধরা হয় ডা।

আমডা : এই দিন আম জাতীয় ফলের বীজকে মাটিতে পোঁতা হয়। এই দিন ছেঁছকির (আমকে পেষা) ভালো সময়।
নিমডা : নিম গাছের বীজ মাটিতে পোঁতা হলে ভালো গাছ জন্মে।
ভূমডা : মাটির নীচে হয় এমনি ফসল বীজ বোনার দিন।
দাঁতহিসড়া : দাঁতহিসড়া দিন ভুট্টা বোনার দিন। এইদিন ভুট্টা বুনলে ভালো হয়।
নিরবিসিয়া : বিষাক্তনাশক গাছ এইদিন রোপন করলে ভালো হয়।
হাইভাত : এইদিন কোনো বীজ বোনা নিষেধ।
কুহুভাত : এইদিন বীজ বুনলে ষোলোআনা/সমস্ত ফসল হওয়ার সুযোগ থাকে না।[১৪]

ডাহের পর সাতদিন কেতকি। এই সময়কে বলা হয় কেতকি বতর (ভালো সময়/সুযোগ) বা কেতকালী বতর। যে কৃষক রহইনের সময় বীজ ফেলা শেষ করতে পারেন নাই, এই সময় বীজ তলায় বীজ ফেলা শেষ করে নেন। এই কেতকি বতরে চাষী জুনহার (ভুট্টা), রাহেড়, রমা, মুগ বোনার কাজ করতে পারেন। গুন্দলি, সাঁওয়ার বীজ এই সময় বুনলে ভালো হয়।[১৫] কেতকাহি কথাটা ক্ষেতিকারি অর্থাৎ ক্ষেতি>ক্ষেত্র (জমি) ও কারি>কর্ম। ক্ষেতের কর্ম– কৃষিকাজ করার সুবর্ণ সুযোগ তৈরি হয়। Quick seed sowing time of day. কারণ, মাটিতে উপযুক্ত উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি পায়।[১৬]

রহইন উৎসবের বৈজ্ঞানিকতা :

এটি একটি ধর্মীয় উৎসবের পাশাপাশি কৃষি কাজের একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি। এই উৎসবের সাথে অনেক বৈজ্ঞানিকতা রয়েছে। এই কারণে এই উৎসবটি অনেক দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ। যেমন –

১. উন্নত ও স্বাস্থ্যকর কৃষি উৎপাদনের জন্য জ্যৈষ্ঠ মাসের তেরো তারিখে জমিতে ধানের বীজ রোপণ করলে কোন প্রকার পোকামাকড় হয় না কারণ এই সময় সূর্যের রশ্মি থেকে একটি বিশেষ ধরনের বিকিরণ (Radiation) বের হয়। এর প্রভাবে ধানের বীজ নীরোগ ও সুস্থ থাকে। এই সময় অন্য সব ধরনের বীজের জন্যও সবচেয়ে ভালো।

২. এই সময় আষাঢ়ী ফলের নিম খাওয়া হয়। এটি খাওয়ার পর পরবর্তী ছয় মাস শরীরে কোনো প্রকার বিষাক্ত জীবের বিষের প্রভাব থাকে না। কারণ এতে একটি বিশেষ ধরনের বিষাক্তনাশক তত্ব পাওয়া যায়। এর পাশাপাশি সারা গ্রীষ্মে নিম সবজি খেলে ডায়াবেটিস রোগ (Blood Sugar) হয় না এবং তা হলে আরাম পাওয়া যায়।

৩. অনুরূপ উপাদান কচড়া (ফল বিশেষ) ফলের মধ্যেও পাওয়া যায়। এই কচড়া ফলের মধ্যে এত তাপ থাকে যে এরপরে আসা প্রচণ্ড তাপকে কেটে দেয়, কারণ এটি একটি প্রবাদের অর্থ দেয় বহন করে 'লোহায় লোহা কাটে'। এই কচড়া সবজি এই বক্তব্যের সাক্ষ্য দেয়। এছাড়াও, এটি বৃষ্টিতে শরীরকে সুস্থ রাখে।[১৭]

৪. এই রহইন মাটি এবং সাহড়া (এক প্রকার গাছ) ডালে অনেক উপকারী উপাদান রয়েছে। ঘরের তিন কোণে রাখার আগে ঘরের মধ্যে যে কোন প্রকার বিষাক্ত জন্তু, সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদি বাচ্চারা প্রবেশ করেছে তারা এক কোণ থেকে বেরিয়ে আসে। এরপর আগামী ছয় মাস কোনো বিষাক্ত প্রাণী তার প্রভাবে ওই বাড়িতে প্রবেশ করবে না। অর্থাৎ, এটি বিষাক্ত প্রাণীদের তাড়ানোর একটি প্রাকৃতিক প্রতিকার।

৫. রহইন মাটি অন্যান্য অনেক দৃষ্টিকোণ থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। গরমের কারণে কারো যদি 'কাড়রা'/রুক্ষদোষ (প্রসাবের এক প্রকার রোগ) অনুভূত হয়, তাহলে এই মাটি লেপন করে নাভির চারপাশে লাগালে আরাম পাওয়া যায়। এই 'কাড়রা রোগ'/রুক্ষদোষ পানির অভাবে আকস্মিক রোগ হয়। এমনটা হলে প্রসাবের নালী জ্বালা অনুভূত হয় এবং বারবার প্রসাব করলেও তা হয় না।

৬. প্রত্যেক কুড়মালি ভাষাভাষী মানুষ এই মাটি সারা বছর ধরে তাদের বাড়িতে রাখে কারণ এটি অত্যন্ত পবিত্র এবং এটি শস্য ইত্যাদিতে কীটনাশক হিসাবে ব্যবহার করলে এতে পোকামাকড় প্রবেশের সম্ভাবনা হ্রাস পায়। এইভাবে এই মাটি অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক হিসাবে বিবেচিত হয়। এভাবে কৃষিভিত্তিক উৎসবের মধ্যে রহইন উৎসবের রয়েছে সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব রয়েছে। এটি ধান ফসল এবং মানুষের সুস্থ জীবনযাপনের কাজ।[১৮]

উপসংহার : উপরোক্ত আলোচনা পরিপ্রেক্ষিতে পরিশেষে বলা যায় যে, কুড়মি জনগোষ্ঠীর অন্যতম কৃষি সংস্কৃতি রহইন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। রহইন সংস্কৃতির সাথে কুড়মি জনগোষ্ঠীর মানুষ ওতপ্রোতভাবে জড়িত তা অবশ্যই বলা যায়। রহইন সংস্কৃতির/উৎসবের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে বলা যায় যে এই সংস্কৃতির অবদান কুড়মি জনগোষ্ঠীর মানুষজনের কাছে সত্যিই অবিস্মরণীয়।

তথ্যসূত্র :

১. মুতরুআর, লক্ষ্মীকান্ত, জনজাতি পরিচিতি, ঝাড়খণ্ড আদিবাসী কুড়মি সমাজ পাবলিকেশন, জামশেদপুর, ২০০১, পৃ. ৬৪

২. Keduar, N.C, Sarna Aur Kudmali Parb -Tayohar, Shivangan Publication, Ranchi, 2000, P. 112

৩. মাহাত, ক্ষীরোদচন্দ্র, মানভূম সংস্কৃতি, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ২৯
৪. তদেব, পৃ. ৩২
৫. সাক্ষাৎকার - প্রদীপ কুমার মাহাত, জয়পুর, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ১৫/০৪/২০২৩
৬. বঁসরিআর, সিরিপদ, কুড়মালি সংস্কৃতি ও তন্ত্র ধর্য, মুলকি কুড়মালি ভাখি বাইসি পাবলিকেশন, পুরুলিয়া, ২০২১, পৃ. ২৯
৭. মাহাত, কিরীটি ও মাহাত, বিশ্বনাথ, কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতি (সম্পাদিত), মুলকি কুড়মালি ভাখি বাইসি পাবলিকেশন, পুরুলিয়া, ২০২১, পৃ. ১৩১
৮. মাহাত, শম্ভুনাথ, ভাঁউঅর, ওয়েস্ট বেঙ্গল কুড়মালি একাডেমী পাবলিকেশন, পুরুলিয়া, ২০১৭, পৃ. ১৯১
৯. মাহাত, কিরীটি ও মাহাত, বিশ্বনাথ, কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতি (সম্পাদিত), মুলকি কুড়মালি ভাখি বাইসি পাবলিকেশন, পুরুলিয়া, ২০২১, পৃ. ১৩১,১৩২
১০. তদেব, পৃ. ১৩২
১১. মাহাত, সৃষ্টিধর, কুড়মালি নেগ-নীতি-নেগাচার, মানভূম দলিত সাহিত্য প্রকাশনী, পুরুলিয়া, ২০২১, পৃ. ১৫৮
১২. তদেব, পৃ. ১৫৮, ১৫৯
১৩. তদেব , পৃ. ১৬০
১৪. মাহাত, শম্ভুনাথ ও মাহাত, শক্তিপদ, কুড়মালি চারি, ওয়েস্ট বেঙ্গল কুড়মালি একাডেমী পাবলিকেশন, পুরুলিয়া, ২০২১, পৃ. ২৫
১৫. মাহাত, সৃষ্টিধর, কুড়মালি নেগ- নীতি- নেগাচার, মানভূম দলিত সাহিত্য প্রকাশনী, পুরুলিয়া, ২০২১, পৃ. ১৬০
১৬. মাহাত, ক্ষীরোদচন্দ্র, মানভূম সংস্কৃতি, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ৩২
১৭. Keduar, N.C, Sarna Aur Kudmali Parb -Tayohar, Shivangan Publication, Ranchi, 2000, P. 115, 116
১৮. Ibid, P. 116